সংবাদ

তারিখ 12 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী

● বার্ষিক পরীক্ষার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ভর্তি প্রক্রিয়া

সাজেদুর রহমান

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্তরে প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। ভর্তির সুযোগ না পাওয়া এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে বহু স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া। যার ফলে অনেক অভিভাবক উচ্চহারে ভর্তি ফি দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিম্নমানের স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ রাখার কথা থাকলেও তা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আগেই, অন্যদিকে শিক্ষার পরিবেশ না

পাচ্ছে না : পৃঃ ২ কঃ ৭

পাচ্ছে না : ভর্তির সুযোগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিতে বাধ্য হয়। বছরের শুরুতেই অধিদপ্তর থেকে একটি সময়সূচি পাঠানো হয়। বেঁধে দেয়া হয় পরীক্ষা নেয়ার সময়সীমা। বছরে তিনটি পরীক্ষার মধ্যে প্রতিটির জন্য ৮ কর্মদিবস নির্ধারণ করা হয়। এ বছরের সময়সূচিতে নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার কথা। তবে এ সময়ের মধ্যে কোন বিদ্যালয় বিশেষ কোন কারণে নিতে না পারলে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজধানীর মানসম্পন্ন সব স্কুলে ভর্তি শুরু হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা যখন শেষ হয়, তখন আর কোন ভাল স্কুলে ভর্তির সুযোগ থাকে না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরজমিন ঘুরে জানা যায়, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে যতগুলো বিষয় রয়েছে, তা কোন অবস্থাতেই ৮ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অনেকেই এ বছরের বার্ষিক পরীক্ষা ৯ দিনে নেয়ার সময়সূচি নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তারপরও

অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ভাসিয়ে নিয়ে যায় অগণিত মানুষকে। সেই ভয়াল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া মনপুরা উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য মফিজা খাতুন সংবাদকে বলেন- সেই ভয়াল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় অথৈ পানিতে একটি ভাসমান কাঠ অবলম্বন করে প্রায়মৃত অবস্থায় গভীর সাগরের দিকে তিনি ভেসে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি জাপানি জাহাজের ক্রুরা তাকে উদ্ধার করে। নোয়াখালীর এক হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলে। দীর্ঘদিন পর তার জ্ঞান ফেরে। সে ভয়াল রাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য ৯৫ বছর বয়সী কারী ফজলুর রহমান বলেন, সে কালরাতে তার দ্বিতীয় কন্যা কোহিনূর বেগম ও তার দেড় মাস বয়সের সন্তানসহ ২০ জন নৌকায় ওঠে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ঝড়ের এক হিংস্র থাবা নৌকাটি তলিয়ে দেয়। সবাই ভেসে যায় চারদিকে। অনেকে বেঁচে গেলেও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় তার মেয়ে কোহিনূর ও তার শিশুসন্তান।

এদিনকে স্মরণ করতে ভোলার লালমোহনে কোটেরী নামের একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংগঠন আজ সকাল ১০টায় উপজেলা অডিটরিয়ামে এক স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

চারুকারু, শরীরচর্চা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষা অন্য সময়ে নিতে হবে। রাজধানীর মিরপুর থানার ১৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর ২১ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নেয়া হবে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের অবস্থাও একই রকম। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়।

মানে নিম্ন কিন্তু ভর্তি ফি উচ্চ

মিরপুরের মনিপুর এলাকার এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সফিউল আযম জানান, তার ছেলে গত বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। দেরিতে পরীক্ষার কারণে ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য চেষ্টাও করতে পারেননি। অবশেষে এলাকার একটি নিম্নমানের স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হয়েছেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, শুধু এ অভিভাবক নন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেরিতে পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণীর নিম্নমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বহু শিক্ষার্থী ভাল স্কুলে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে এসব স্কুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এ সুযোগে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ না থাকলেও ভর্তির জন্য উচ্চহারে ফি নেয়া হচ্ছে। মিরপুর, শ্যামলী, ডেমরা, শ্যামপুরসহ কয়েকটি এলাকার অভিভাবকরা এমন অভিযোগ করেন।

মিরপুরের ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে যেসব শিক্ষার্থীর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কথা, তাদের অভিভাবকরাও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই নিয়ে। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করেন